



82681 - কাফরে শাসকরে হাতে বাইআত করা ক'জায়যে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কাফরে শাসকরে হাতে বাইআত করা ক'জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

বাইআত হ'চ্ছে- আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি। এটি বাইআতকারী ও বাইআতগ্রহণকারীর মধ্যে আইনানুগ চুক্তি।

বাইআতগ্রহণকারী হ'চ্ছে- আমীর ক'থিবা খলিফা।

আহলে হলিল ওয়া আকদ কর্তৃক খলিফা মনোনীত করার মাধ্যমেই বাইআত সংঘটিত হয়; আহলে হলিল ওয়া আকদ বলা হয় এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে যাদের মধ্যে আমানতদারতা ও নীতিনির্ধারণের যোগ্যতা রয়েছে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (৯/২৭৪) এসেছে-

বাইআতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইবনে খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দিমি’ গ্রন্থে বলেন: আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ; যেনে বাইআতকারী আমীরের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হ'ছনে যে, তার নজিরে ব্যাপারে ও মুসলমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দায়ের অধিকার আমীরকে প্রদান করা হল। এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বন্দ্ব করবে না। এমনকি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আমীর কর্তৃক যে দায়িত্ব প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবে। লোকেরা যখন আমীরের হাতে বাইআত করত: তখন তারা আমীরের হাতে হাত রাখত। তাই এটি যেনে বক্রিতো ও ক্রতোর চুক্তির মত। হাতে হাত রেখে মুসাফাহা এর মাধ্যমে বাইআত সংঘটিত হয়।[সমাপ্ত]

উল্লেখিত গ্রন্থে (৯/২৭৮) আরও এসেছে:

আহলে হলিল ওয়া আকদ কর্তৃক ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মনোনীত করা ও তাদের বাইআতের মাধ্যমেই তাঁর ইমামত ও খলিফতের বাইআত সংঘটিত হয়। আহলে হলিল ওয়া আকদ হ'চ্ছে- আলমে শরণী ও নীতিনির্ধারণক শরণী। যাদের মাঝে ইলমের সাথে আমানতদারতা, ন্যায়পরায়নতা ও সিদ্ধান্ত দায়ের যোগ্যতা রয়েছে।[সমাপ্ত]

আহলে হলিল ওয়া আকদ এর সদস্যদের মধ্যে যেনে ক'ছু গুণাবলি থাকা শর্ত ঠিক তমেনি বাইআত গ্রহণকারী খলিফার



মধ্যযুগে কিছু গুণাবলি থাকা শর্ত। এর মধ্যে কিছু গুণাবলি নিয়ে মতভেদে আছে; আর কিছু গুণাবলি সর্বসম্মত। খলিফা মুসলিমি হতে হবে এ ব্যাপারে আলমেদরে কারো মাঝে কোন দ্বিমত নাই। কারণ বাইআত গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা, দণ্ডবিধি কায়মে করা, রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণ করা। তাই একজন কাফরে কভাবে আল্লাহর আইন কায়মে করবে এবং এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে?! বরঞ্চ যত্নে খলিফা মুসলিমি ছিল; কিন্তু সত্বে কাফরে হয়ে গেছে তাহলে তার কুফরীর কারণে তাকে পদচ্যুত করা হবে।

ইবনে হাজম (রহঃ) খলিফা হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

মুসলিমি হওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ কখনই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফরদের জন্য কোন পথ রাখবেনা।” [সূরা নাসি, আয়াত: ১৪১] খলিফত হচ্ছে- সবচেয়ে বড় পথ। এছাড়াও আল্লাহ আহলে কতিবদেরকে ছোট করে রাখার এবং তাদের নিকট থেকে জমিয়া আদায় করার নির্দেশে দিয়েছেন। [সমাপ্ত; আল-ফাসলু ফলি মলিাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহিল (৪/১২৮)]

ইমাম নববী বলেন:

কাযী বলেন: আলমেগণের ইজমা অনুযায়ী কোন কাফরের ইমামত ও খলিফত সংঘটিত হবে না। যদি খলিফার মধ্যে নতুনভাবে কুফরী প্রবশে করে তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হবে। [সমাপ্ত; শারহু মুসলিমি (১২/২২৯)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৬/২১৮) তে এসেছে:

ফকিহদিগণ খলিফা হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত করে থাকেন। এর মধ্যে কিছু শর্ত আছে সর্বসম্মত; আর কিছু শর্ত নিয়ে মতভেদে আছে। খলিফা হওয়ার জন্য সর্বসম্মত শর্তের মধ্যে রয়েছে:

১. ইসলাম। এটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও কারো অভিব্যক্তিব গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও শর্ত। যত্নে কাজগুলো খলিফতের চয়ে অনেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ কখনই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফরদের জন্য কোন পথ রাখবেনা।” [সূরা নাসি, আয়াত: ১৪১] যমেনটা ইবনে হাজম বলেন: ইমামত বা খলিফত হচ্ছে- সবচেয়ে বড় পথ এবং যাত্নে করে মুসলিমি খলিফা মুসলমানদের সুবিধাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। [সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: কাফরে শাসক হতে বাইআত করা নাজায়যে।

আল্লাহই ভাল জানেন।